প্রথম আলো

তারিখ 03 DEC 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রশ্নপত্র ফাঁস

আড়ালে চাঞ্চল্যকর তথ্য

শরিফুজ্জামান পিন্টু ও আনু আনোয়ার ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে কিছু অনিয়মের চিত্র বেরিয়ে এসেছে। তদন্ত কমিটি তার প্রতিবেদনে এসব অনিয়মের কথা বলতে গিয়ে ছাত্রকে দিয়ে পরীক্ষার খাতা দেখানো ও ব্যক্তিগত কাজ করানো, এবং ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করেছে।

২৭ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় তদন্ত প্রতিবেদনটি পড়ে শোনানো হয়। একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস-সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটি সূত্রে এ ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৭ সালের ৪ নভেম্বর। সর্বশেষ পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ২৯ ডিসেম্বর। ওই দিন পত্রিকায় ব্যাপক পত্রের (কম্প্রিহেনসিভ) প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সূত্রে গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতা পেয়েছে, প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছে দায়ী ব্যক্তিদের।

আমিনুর রহমান

আতাউর রহমান

ওদুদ ভূঁইয়া

অভিযুক্ত আট শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী : কমিটি তিন শিক্ষককে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য অভিযুক্ত করেছে। এঁরা হলেন : রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তিন অধ্যাপক আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, এ এইচ এম আমিনুর রহমান ও আতাউর রহমান।

এ ছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে—এমন তিন ছাত্রছাত্রীর নাম পেয়েছে কমিটি। এঁরা হলেন : হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের সেলিম মিঞা, কবি জসীমউদ্দীন হলের মাহমুদুন নবী গোলাপ ও এমএসএস পরীক্ষার্থী শাহিদা তাজ।

আরও দুই ছাত্রকে চিহ্নিত করেছে, যাঁরা পরীক্ষার আগে প্রশ্ন সম্পর্কে পেয়ে থাকতে পারেন। এঁরা হলেন : মুহসীন হলের মিজানুর রহমান ও জসীমউদ্দীন হলের আবু সাঈদ।

প্রশ্নপত্র ফাঁস-সংক্রান্ত কমিটি নিশ্চিত হয়েছে, অধ্যাপক আমিনুর রহমান ছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেন। এ প্রসঙ্গে একজন ছাত্রী কমিটির কাছে বলেছেন, 'উনার (আমিনুর রহমান) সাথে কিছু মেয়ে আছে আমাদের ক্লাসের, ওদের যাওয়া-আসা আলাদা। দেখা যায়, ওরা থাকলে স্যার রুমে অন্য কাউকে এলাউ করেন না।'

এ প্রসঙ্গে আরও দুই ছাত্র, দুই ছাত্রী ও একজন শিক্ষক কমিটির কাছে বক্তব্য দিয়েছেন।

সাজেশন চেয়েছিলেন ছাত্রীর মা : কমিটি জানতে পেরেছে, পরীক্ষার আগে আমিনুর রহমানের সঙ্গে এক ছাত্রীর মায়ের কথা হয়। ওই মা কমিটিকে জানান, তাঁর মেয়ে বৈদ্যুতিক শক খেয়েছিল। এ জন্য পড়াশোনা করতে পারেনি। তাই মেয়ের জন্য শিক্ষকের কাছে সাজেশন চান। ওই ছাত্রী, তাঁর মা ও শিক্ষক আমিনুর রহমান এ বিষয়ে কমিটির কাছে বক্তব্য দিয়েছেন। ছাত্রীটির মা জানিয়েছেন, পরীক্ষার আগে পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যাপক আমিনুর রহমানের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তবে প্রশ্ন জানতে চাওয়ার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন। অন্যদিকে আমিনুর রহমান কমিটিকে বলেন, ছাত্রীটির মা তাঁকে বলেছিলেন, তিনি কোনো সাজেশন বা আভাস দিতে পারেন কি না।

তদন্ত কমিটি বলেছে, এভাবে পরীক্ষা কমিটির কোনো সদস্যের কাছে ছাত্রীর মায়ের সাজেশন চাওয়া খুবই অস্বাভাবিক ও গর্হিত কাজ। পূর্বপরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা না থাকলে কোনো অভিভাবকের পক্ষে এভাবে সাজেশন চাওয়া সম্ভব নয়। কমিটির ধারণা, প্রশ্নপত্র ফাঁসের এটি একটি উৎস হতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

আড়ালে চাঞ্চল্যকর তথ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রদের দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ : তদন্তে দেখা গেছে, আতাউর রহমান কোনো কোনো ছাত্রকে বিশেষ প্রশ্রয় দেন। এঁদের দিয়ে ব্যক্তিগত, বাসার—এমনকি অফিসের কাজ করান। নিজের কক্ষের চাবি পর্যন্ত ছাত্রদের কাছে রাখেন। কমিটির কাছে সাক্ষাৎকারে বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী এ কথা জানিয়েছেন।

আতাউর রহমান এ প্রসঙ্গে কমিটিকে বলেন, '...আমি এটা বলি না যে ছাত্রদের আমরা রুমের চাবি দিই না...অনেক সময় কাজ করার জন্য যাও কাজ করো...।'

আতাউর রহমানের সঙ্গে কিছু ছাত্রছাত্রীর ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে একজন ছাত্রী কমিটিকে বলেন, '...(ছাত্রীর নাম) তো আতাউর রহমান স্যারের কাছ থেকেও প্রশ্ন পেয়েছে। কারণ উনার সব সেমিনারে...অ্যাটেন্ড করে।' ওই ছাত্রী ছাড়াও আতাউর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হিসেবে দুই ছাত্রের নাম বলেছেন সাক্ষ্যদাতারা।

একটি জাতীয় দৈনিকের সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক কমিটির কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আতাউর রহমান সম্পর্কে বলেছেন, 'পত্রিকা ছেড়ে আসার কারণ হলো চিফ রিপোর্টার আমাকে বলেছিলেন আতাউর রহমান স্যারের অনিয়ম সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে। আমি তাঁকে সরাসরি না বলে দিই।' ওই সাংবাদিক/ছাত্রের সঙ্গে কমিটি আতাউর রহমানের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ পেয়েছে।

ছাত্রদের দিয়ে খাতা দেখানো : ছাত্রদের দিয়ে বই লেখানো—এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখানোর কাজ করেন ওদুদ ভূঁইয়া। একজন ছাত্র তদন্ত কমিটির কাছে বলেছেন, ওদুদ ভূঁইয়া স্যারের রুমে বসে তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্ররা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখতেন।

আরেক ছাত্র কমিটিকে বলেন, 'আমার নাম গোলাপ হলেও ওদুদ ভূঁইয়া স্যার আমাকে রোজ নামে ডাকতেন। স্যার অনেক বই লিখতেন, ওই বই-পুস্তক মাঝে মাঝে আমাদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন, আমি শুধু কপি করে দিতাম। এটা আমি কোনো সময় বাসায় করতাম, হলে করতাম, পরে স্যারের রুমেও করতাম।'

ওদুদ ভূঁইয়াও ছাত্রদের নিজ কক্ষের চাবি দিতেন। এ সম্পর্কে ড. ওদুদ ভূঁইয়া বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার না করে কমিটিকে বলেন, 'এ রকম থাকা তো ঠিক না।'

ঝামেলামুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন আমিনুর রহমান! : আমিনুর রহমান পরীক্ষা কমিটিতে থাকতে চাননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'ওই দুজন (আতাউর রহমান ও ওদুদ ভূঁইয়া) কমিটিতে থাকবেন, শোনার পর আমি ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইনি। তা ছাড়া ৫২ ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে নানা লেখালেখি হয়েছে।'

আমিনুর রহমান তাঁর সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন। তবে এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির বক্তব্য হচ্ছে, পরীক্ষা কমিটির সদস্য হওয়ার পর আমিনুর রহমানের উচিত ছিল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা এবং এটা তিনি করেননি। তা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধেও এর আগে অন্য বর্ষের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ছিল এবং এ সম্পর্কে বিভাগের একজন শিক্ষক তদন্ত কমিটির কাছে বক্তব্য দিয়েছেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে ফাঁস হয়নি : প্রশ্নপত্র ফাঁস-সংক্রান্ত কমিটি নিশ্চিত হয়েছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। এ প্রসঙ্গে পরীক্ষা কমিটির সদস্য ওদুদ ভূঁইয়া তদন্ত কমিটির কাছে বলেছেন, 'আমরা যেভাবে সিলগালা করে গেছি, সেভাবে বস্তাটা পেয়েছি। সিল ছিল, সিগনেচার ছিল।'

কমিটির পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও সাইক্লোস্টাইল করা প্রশ্নপত্র কারও কাছে পাওয়া যায়নি। সাধারণ যুক্তি ব্যবহার করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, মৌখিকভাবে প্রশ্নগুলো কাউকে বলে দেওয়া হয়েছে এবং পরীক্ষা কমিটির সদস্যদের পক্ষেই তা সম্ভব। কেননা প্রশ্নপত্রে কী কী ছিল, তা সদস্যরাই জানতেন।

এ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান কমিটির কাছে বলেন, 'কেউ হয়তো বলল এগুলো পড়ো। এ রকম যদি কেউ বলে থাকে, সেটা হয়তো আমি ইয়ে করছি। কিন্তু একেবারে হুবহু প্রশ্ন বলে দেবে—এটা চিন্তার বাইরে।' এ বক্তব্যের সূত্র ধরে প্রশ্নপত্র ফাঁস-সংক্রান্ত কমিটির মন্তব্য হচ্ছে, হুবহু বলে দেওয়া হয়নি বলেই ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে সাইক্লোস্টাইলকৃত প্রশ্নের ভাষার কিছুটা গরমিল ছিল।

অভিযুক্ত শিক্ষকদের বক্তব্য : প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে অধ্যাপক আতাউর রহমান *প্রথম আলোর* কাছে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

পরীক্ষা কমিটির অপর সদস্য অধ্যাপক এ এইচ এম আমিনুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার যে বিষয়টি দেখানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার ও মৌখিক বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা। তা ছাড়া এ কোর্সের বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে কোন কোন প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে, তা যেকোনো শিক্ষক বলে দিতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ওদুদ ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটা একটা ক্ষতিকর প্রতিবেদন। এ নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না।'

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ *প্রথম আলোকে* বলেন, এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা যায় কি না এবং সেটা কীভাবে সম্ভব, তা খতিয়ে দেখতে একজন আইনজ্ঞের মতামত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। আইনি ফাঁক যাতে না থাকে, সে জন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মন্তব্য করেন তিনি।

তবে অন্য একজন শিক্ষক বলেছেন, সময়ক্ষেপণের কৌশল হিসেবে এখন দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে। অথচ কমিটির এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সিন্ডিকেট তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারত।

অতীত ভালো নয় : প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকদের অতীত ভালো নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৫২টি প্রথম শ্রেণী দেওয়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মূলত দায়ী করেছিল অধ্যাপক আতাউর রহমানকে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওদুদ ভূঁইয়া। শাস্তি হিসেবে তাঁদের পরীক্ষা-সংক্রান্ত সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরপর অভিযুক্তরা উচ্চ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আবার পরীক্ষার দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এবার তাঁরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অভিযুক্ত হলেন।